এমনই সব গাধা .....

সব্যসাচী সরকার

রবি ঠাকুরের জুতা আবিষ্কার আপামর প্রাপ্ত বয়স্ক দেশী-বিদেশী, প্রবাসী-বঙ্গবাসী বাঙ্গালীরা তাদের শৈশবে বা দেরীতে বঙ্গ লিপির টানে কবির এই বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা নিশ্চয় বহুবার পড়েছেন। কবি সেখানে বিজ্ঞানীদের সাধারন জ্ঞানরহিত দুর্বল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়াতে বিজ্ঞান চর্চা থেকে সুদ্ধ বুদ্ধ ব্যক্তিরা সরে দাড়ালে বঙ্গভাষীদের বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়লো। বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের রাজনীতি,ওকালতি,ডাক্তারী বা প্রকৌশল বিদ্যা চর্চার জন্য মননিবেশের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলেন। এসব বিষয়ে যাদের পড়াশুনা বিশেষ ভাল লাগলোনা তারা সিনেমা, খেলাধুলা আর খবরের কাগজে ভীড় করলেন। বাকীরা ব্যবসাতে মন দিলেন ।আর যারা পরিতক্ত থাকলেন তারা অন্য কিছু না করতে পেরে বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন । এই রকম বৈজ্ঞানিক আছেন যারা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দুই তিন বার দিয়ে বেশ পোক্ত ভীত করে বিজ্ঞানে মন দিলেন।এমত অবস্থায় জম্বুদীপের প্রথম নাগরিক নোবেল পুরষ্কার পেতে বৈজ্ঞানিকদের রুচীশীল হবার আহ্বান দিলেন।নোবেল পুরষ্কার পেতে বাধার বিষয়ে সুধী জনেদের আলোচনা করে আপামর জনতার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করলেন।বিশেষ উপাধিযুক্ত বৈজ্ঞানিকদের এক প্যানেল তৈরী করা হলে তারা প্রথমে যুক্তি খাড়া করলেন এই বলে যে তারা বিশেষ ভাবে প্রকৌশল বিদ্যা চর্চা করে থাকেন আর এ বিষয় গুলির চর্চায় নোবেল পুরষ্কার পাওয়া সম্ভব নয়।তাছাড়া তাদের আজকাল নতুন প্রজন্মের ব্যাঙ্ক ও তথ্য প্রযুক্তি আধিকারিকদের তৈরী করে বাজারের চাহিদা মেটানোর এক চাপ সহ্য করে আর কিছু করার ক্ষমতা থাকেনা। এদের পরামর্শে মন্ত্রী মহোদয় রাজআমলা ও উপাধিযুক্ত বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে এক নতুন প্যানেল তৈরী করে ফেললেন।এরা যখন এমন এক গভীর বিষয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে ফেলনেন তখনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। প্রজাচালিত জম্বুদীপের রাজধানীতে আবহাওয়ার দুষিত কালো মেঘ প্রজাকুলের ভয় ও যন্ত্রনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্টের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো ।এবার আর নোবেল পুরষ্কার নয় প্রান বাচানোর তাড়নায় দুই প্যানেলের সদস্যদের এক যুগ্ম সভায় বসানো হল। এখনকার প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী বিজ্ঞান তপস্বীরা আপামর জনতার দুষ্ক দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর।তাদের চিন্তাভাবনাকে সবল করার জন্য প্রজাচালিত জম্বুদীপে না না রকমের আমোদ প্রমোদের বিধিব্যবস্থা জনতারাজের প্রতিভুরা করে রাখলেন যাতে তাদের আবিষ্কৃত কালো দূষিত মেঘ মুক্ত আবহাওয়া প্রজাগণ পেতে পারেন । এই প্রবিপা (প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী) বিজ্ঞানীরা মনসংযোগের সঙ্গে যাতে প্রতিদিন বিধি ব্যবস্থা করে তার সারমর্ম আপামর জনতাকে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার মারফৎ জানাতে পারেন তার ব্যবস্থাও করা হল।সংবাদ পত্রে ও টীভী রেডিওর মাধ্যমে দৈনিক প্রকাশিত বুলেটিন গুলি এই প্রকারঃ ১) মন্ত্রী মহোদয়ের বিচারে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন । ২) অবিলম্বে পীড়িত শিশু ও বৃদ্ধ দের স্থানান্তরিত করা দরকার ।৩) বিষাক্ত গ্যাস মাস্কের গ্লোবাল টেন্ডার শীঘ্র করার বিষয়টি সরকারকে জানানো হয়েছে।এই কমিটিতে ডিফেন্স সেক্রেটারীকে তার মিলিটারীতে ব্যবহৃত অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।৪)হাসপাতালে নতুন বেড ও জম্বুদীপের পূর্ব ও দক্ষিন প্রান্ত থেকে প্রচুর ডাক্তার ও নার্স সার্ভিসের জন্য তৈরী রাখতে হবে।৫)আপাতকালীন ব্যবস্থা হিসেবে চীনের অনুকরনে রাজধানীর আকাশে জলের ফোয়ারা ছড়িয়ে কালো ধুলাকে মাটিতে নামাতে হবে। বৈঠক শেষে বিজ্ঞানীরা বিদায় বেলায় ফিস ফিস করে স্বগোক্তি করে উঠলেন, " জানুয়ারী মাস পার করে দাও ঈশ্বর তাহলে আগামী নভেম্বর পর্যন্ত শান্তি"। শীতের রাত ফুরোতে ঘুম চোখে রবি জলে ভেজা রাস্তা ঘাট দেখে ম্লান আলো তে বলে উঠলেন ,"ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা"